তারিখ ... 12 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

১৯ দিনেই কিনতে হবে বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি

এম এইচ রবিন ●

অর্থবছরের শেষপ্রান্তে এসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি কেনার প্রয়োজন মনে করল কর্তৃপক্ষ। মাত্র ১৯ দিন সময় দিয়ে ১৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ মঞ্জুর করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৩০ জুনের মধ্যে অর্থ ব্যয় না করতে পারলে ফেরত দিতে হবে। অথচ এই স্বল্প সময়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা।

১৭৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের রাজস্ব বাজেট শাখা থেকে গতকাল মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে এ সংক্রান্ত একটি মঞ্জুরি আদেশ দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

ওই চিঠিতে, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪৪ হাজার ১৩০ টাকা করে ৩২ জেলার ১৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ৭৭ লাখ ৬৬ হাজার ৯৫৫ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বরাদ্দ মঞ্জুরের খবর পেয়ে নড়াইল জেলার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান আমাদের সময়কে বলেন, মাত্র তো চিঠি হলো, বরাদ্দের অর্থ উত্তোলন করা, এরপর নিয়মানুযায়ী খরচ করার যে সময় দরকার ছিল তা দেওয়া হয়নি।

ঝিনাইদহ জেলার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অভিযোগ করেন, এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রমজানের বন্ধ। সরকার সময় দিয়েছে ১৯ দিনের মধ্যে বরাদ্দের অর্থ ব্যয় করতে হবে। সারা বছর বরাদ্দের জন্য দৌড়াতে হয়েছে। সেই বরাদ্দ জুটছে অর্থবছরের শেষপ্রান্তে। কম সময়ের মধ্যে কেনাকাটা করা অনেক কঠিন।

অর্থবছরের শেষপ্রান্তে এসে বরাদ্দে দেওয়ার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জনান, সারা বছর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নানা খাতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। সংশোধিত বাজেটে অর্থের সংস্থান সময়মতো হয়নি বিধায় হয়তো দেরি হয়েছে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রধানরা চাইলে এই সময়ের মধ্যেই অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। রমজানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ থাকলেও অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলে।

মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. ফজলুর রহমান স্বাক্ষরিত আদেশে উল্লেখ করা এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

১৯ দিনেই কিনতে হবে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) হয়েছে, অব্যয়িত অর্থ আগামী ৩০ জুন ২০১৭ তারিখের মধ্যে সমর্পণ করতে হবে। এ অর্থ ব্যয় বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোনো ধরনের অনিয়ম উদ্‌ঘাটিত হলে সে জন্য বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে। কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে দুবার মঞ্জুরি হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে একটি মঞ্জুরির অর্থ ছাড় করতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি ক্রয় ব্যতীত অন্য কোনো খাতে ব্যয় করা যাবে না। ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বিষয়টি যাচাই করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা/সার্বিক) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন ও মনিটরিং করবেন। এতে কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন। ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রধান প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টারে তা লিপিবদ্ধ করবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের সময় তা প্রদর্শন করবেন। এতে কোনো অনিয়ম হলে প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা দায়ী হবেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, আই.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর